

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
বিজে-২ অধিশাখা

বিজে-২/ভাড়া-ইজারানীতিমালা-১৪/২০০৭-১২৩

তারিখঃ ১২/০৮/২০০৭ ইং

বিষয়ঃ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন বাস ইজারা এবং দোকান, অফিস স্পেস বা উন্মুক্ত স্থান ভাড়া, ইজারা, স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদে বরাদ্দ নীতিমালা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

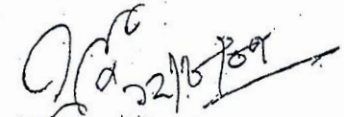
সূত্রঃ বিআরটিসি স্মারক নং-চেসা/বিবিধ/১০৪৫ তারিখঃ ২২/০৭/২০০৭ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের বরাতে জানানো যাচ্ছে যে, বিআরটিসি কর্তৃক প্রণীত “বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন বাস দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা নীতিমালা-২০০৭” এবং “কর্পোরেশনের দোকান, অফিস স্পেস বা উন্মুক্ত স্থান ভাড়া, ইজারা, স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদে বরাদ্দ প্রদান নীতিমালা-২০০৭” নীতিমালা দুটি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আইন উপদেষ্টা কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় কিছু শব্দের সংশোধনের প্রেক্ষিতে তা অনুমোদিত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, বিআরটিসি কর্তৃক প্রণীত বর্ণিত নীতিমালা দুটি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি-১। বিআরটিসি বাস ইজারা নীতিমালা-৭ (সাত) পৃষ্ঠা।

২। কর্পোরেশনের দোকান, অফিস স্পেস বা উন্মুক্ত স্থান ভাড়া, ইজারা, স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদে বরাদ্দ প্রদান নীতিমালা-৫ (পাঁচ) পৃষ্ঠা।



(মোঃ আবু ইউসুফ)

উপ-সচিব (বিজে-২)

ফোনঃ ৭১৭১৮৯৬, ৭১৭২৩৪২

চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
পরিবহন ভবন
২১, রাজউক এডিনিস্ত
ঢাকা-১০০০।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

পরিবহন ভবন

২১, রাজউক এডিনিউ, ঢাকা-১০০০

কর্পোরেশনের দোকান, অফিস, স্পেস বা উন্মুক্ত স্থান ভাড়া প্রদান,
ইজারা প্রদান, স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদে বরাদ্দ প্রদান নীতিমালা-২০০৭

যেহেতু, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের মালিকানাধীন/আওতাধীন/ইজারাধীন ও অন্যান্যভাবে ভোগদখলকৃত খালি জমি, স্পেস উন্মুক্ত স্থান ইত্যাদি ভাড়া, বরাদ্দ ও ইজারা দেওয়া সুযোগ রয়েছে, যেহেতু এই ভাড়া, বরাদ্দ ও ইজারা প্রদান প্রক্রিয়া উন্মুক্ত, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক হওয়া সমীচীন। সেহেতু ইতোপূর্বে বিদ্যমান সকল নীতিমালা ব্যতিক্রমে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের স্থাপনা ইজারা পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নের নীতিমালা প্রণয়ন/জারী করা হলঃ-

- ক) এ নীতিমালা "বিআরটিসি দোকান, অফিস, স্পেস বা উন্মুক্ত স্থান এবং এ সম্পর্কিত অপরাপর স্থাপনা/ স্থান স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে ভাড়া ও ইজারা প্রদান বরাদ্দ নীতিমালা-২০০৭" নামে অভিহিত হবে।
- খ) কর্পোরেশনের বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ থেকে এ নীতিমালা কার্যকর হবে।

সংজ্ঞা :

এ নীতিমালার আওতায়

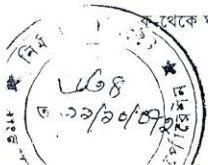
- (১) কর্পোরেশন বলতে 'বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন'কে বুঝাবে,
- (২) 'বোর্ড' বলতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডকে বুঝাবে,
- (৩) ভাড়া বলতে 'মেয়াদী মাসিক ভাড়া চুক্তি'কে বুঝাবে,
- (৪) "নিয়ন্ত্রণ বা ভোগদখলাধীন" বলতে 'বিআরটিসির নিজস্ব ক্রয়কৃত বা বিআরটিসিকে সরকার বা সরকারের কোন দপ্তর, সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অথবা তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জমি' বুঝাবে,
- (৫) Build Own Operate Transfer (BOOT) বলতে 'পিপিআর ২০০৩, বর্নিত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি' বুঝাবে,
- (৬) Build Operate Transfer (BOT) বলতে 'পিপিআর ২০০৩, বর্নিত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি' বুঝাবে,
- (৭) Build Own Operate (BOO) বলতে 'পিপিআর ২০০৩, বর্নিত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি' বুঝাবে,
- (৮) 'চেয়ারম্যান' বলতে, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন এর চেয়ারম্যান-কে বুঝাবে।
- (৯) 'ইজারা' বলতে, কর্পোরেশনের কোন দোকান, জায়গা, মার্কেট, অফিস স্পেস নির্ধারিত ভাড়ায় জামানত, অগ্রীম বা সেলামী গ্রহণ করে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য ইজারা প্রদান বুঝাবে।
- (১০) এই অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হয় নাই এমন কোন সংজ্ঞা The Bangladesh Road Transport Ordinance, 1961 (Ordinance VII of 1961) বর্নিত সংজ্ঞার অনুরূপ হবে।

(ক) বরাদ্দ পদ্ধতি :

- ১। কর্পোরেশনের মালিকানা বা আওতাধীন/নিয়ন্ত্রনাধীন বা ভোগদখলাধীন সকল প্রকার জায়গা,মার্কেট,দোকান, অফিস স্পেস ও নির্মিতব্য দোকান উন্মুক্ত টেন্ডারের মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করা হবে; এবং কর্পোরেশন এর আর্থিক স্বার্থে এর মালিকানাধীন জায়গাতে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে মার্কেট,দোকান নির্মাণ, পুনঃ নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করতে পারবেঃ

- (ক) ইজারা
- (খ) Build Own Operate and Transfer (BOOT)
- (গ) Build Operate Transfer (BOT)
- (ঘ) Build Own Operate (BOO)

কোনো পদ্ধতিতে নতুন দোকান, মার্কেট নির্মাণ করার ক্ষেত্রে প্রাক-আর্থিক মূল্যায়ন (Feasibility Study) থাকতে হবে।



১৩/১০/০৭
মোঃ আব্দুল হকিম
উপ-সচিব
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

- ২। মার্কেট, দোকান, অফিস, নির্মিতব্য দোকান উন্মুক্ত টেন্ডারের মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদানের পূর্বে দোকান, মার্কেট-এর একটি লে-আউট প্ল্যান ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও প্রাক মূল্যায়ন (Feasibility Study) করতে হবে এবং তদনুযায়ী কতটি দোকান বা কী পরিমাণ জায়গা কী শর্তের ভিত্তিতে ইজারা বা ভাড়া প্রদান করা হবে বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে তা টেন্ডারের শর্তে উল্লেখ করতে হবে এবং এ সব শর্ত পূরণ সাপেক্ষে বরাদ্দ দেয়া হবে। টেন্ডার আহ্বানের পূর্বে প্রত্যেক জায়গা, নির্মিত বা প্রস্তাবিত ভবন, মার্কেটের লে-আউট প্ল্যান বা প্রাক-মূল্যায়ন সম্পর্কে প্রথমে পর্যদকে অবহিত করতে হবে এবং বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে টেন্ডার-এর মাধ্যমে ভাড়া, ইজারা, বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।
- ৩। দরপত্রে নির্ধারিত সংখ্যক দোকান, স্পেস ইত্যাদির জন্য দরপত্রে বৈধ অংশ গ্রহণকারী হতে সমসংখ্যক দরদাতার প্যানেল তৈরী করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতা ১ম, ২য় সর্বোচ্চ দরদাতা ২য় এবং ৩য় সর্বোচ্চ দরদাতা ৩য় ক্রমে অন্তর্ভুক্ত বা তালিকাভুক্ত হবেন।
- ৪। দোকানের সংখ্যা একটি হলে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ১ম সর্বোচ্চ দরদাতাকে নির্ধারিত তারিখ ও শর্ত উল্লেখ পূর্বক প্রথম বরাদ্দপত্র প্রদান করতে হবে। ১ম দরদাতা বরাদ্দ গ্রহণে অসমর্থ হলে ২য় সর্বোচ্চ দরদাতাকে ১ম দরদাতার উদ্ধৃত দরে এবং তদনুরূপ ২য় দরদাতা প্রদত্ত অফার গ্রহণে অসমর্থ/অসম্মত হলে ৩য় দরদাতাকে (যদি থাকে) ১ম দরদাতার উদ্ধৃত দরে বরাদ্দ গ্রহণের অফার প্রদান করা হবে।
- ৫। (ক) ইজারায়োগ্য দোকানের সংখ্যা ১-এর অধিক হলে এবং সর্বোচ্চ উদ্ধৃত দর গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে উক্ত দর (সর্বোচ্চ দর) বর্ণিত দোকানের নির্ধারিত দর হিসেবে গণ্য হবে এবং তা অন্য দোকানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। দোকান গ্রহীতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দর উদ্ধৃতকারীকে ১ম গ্রহীতা নির্বাচন করে পরবর্তী উদ্ধৃত উচ্চ দরহারের ক্রমানুসারে প্রতিটি দোকানের বিপরীতে সমসংখ্যক দোকান গ্রহীতার তালিকা প্রণয়ন করা হবে এবং তালিকাভুক্ত দরদাতাদের সর্বোচ্চ নির্ধারিত দরে দোকান বরাদ্দ গ্রহণের অফার দেয়া হবে। অফার প্রদানের ৭ দিনের মধ্যে সমুদয় অর্থ পরিশোধ না করলে দরপত্র বাতিল ও জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। এই নীতি ও পদ্ধতি অনুসারে প্রতিটি দোকানের বিপরীতে মোট দরদাতার সংখ্যানুপাতে অতিরিক্ত ৫০% অপেক্ষমান তালিকা তৈরী করা হবে। মূল তালিকার কেউ ব্যর্থ হলে অপেক্ষমান তালিকা হতে দরদাতার ক্রমানুসারে অফার প্রদান করা হবে।
- (খ) অধিগ্রহণ, হুকুম দখল কিংবা উচ্ছেদের কারণে কোন দোকান গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদের অধাধিকার দেওয়া হবে এবং অন্তত ৫০% দোকান সর্বোচ্চ উদ্ধৃত দরে তাকে/তাদেরকে প্রথম অফার করা হবে।
- ৬। প্যানেলের ১ম দরদাতার ক্ষেত্রে কোন অফার-এর মেয়াদই লেটার অব ইনডেন্ট বা অফার লেটার /পত্র জারীর তারিখ হতে ৩০ দিনের বেশী হবে না এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে প্রদত্ত অফারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ০৭ দিনের বেশী বর্ধিত করা যাবে না।
- ৭। প্যানেলভুক্ত সকল দরদাতা-ই অফার গ্রহণে অসম্মত বা অসমর্থ হলে কিংবা আংশিক সংখ্যক সম্মত হলে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করতে হবে। তবে অফার গ্রহণকারীদের বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।
- ৮। পুনঃদরপত্রে আশানুরূপ সাড়া না পাওয়া গেলে দরপত্র বিজ্ঞপ্তির শর্ত টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে পুনর্মূল্যায়ন করে তা শিথিল করে পুন বিজ্ঞপ্তি দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে একই দরে অফার গ্রহীতা কোন দরদাতা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে অতিরিক্ত দোকান বরাদ্দ নিতে পারে। টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটিতে অন্য মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত দুটি ভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি থাকতে হবে।
- ৯। সকল দরপত্র গ্রহীতার বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সংক্রান্ত TIN থাকতে হবে।

(খ) দোকান বা স্পেস বরাদ্দ সংক্রান্ত টেন্ডারের শর্তসমূহ :

- ১০। বরাদ্দগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রতিটি দোকানের বিপরীতে কোন টাকা অগ্রীম হিসেবে প্রদান করতে হবে কী-না; হলে তার পরিমাণ কত হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে সিডিউল-এ উল্লেখ করতে হবে।
যদি বিষয়টি এমন হয় যে অগ্রীম সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এ টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে অগ্রীমের সর্বনিম্ন সীমা উল্লেখ করতে হবে।
- ১১। যে সম্পত্তি বা বিষয়ে দরপত্র আহ্বান করা হবে তার পূর্ণ ও সঠিক বিবরণ থাকতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে কোন দ্বৈততা বা অস্পষ্টতা থাকতে পারবে না।

২২/৫/০৭
শোভা আনু ইউসুফ
১৭-সিটি
সোমালিয়া মন্ত্রণালয়
গণস্বাক্ষরকারী কাংগালেশ সরকার।

১২। কোন সিডিউল তৈরীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কারিগরী ফি দিয়ে ড্রাফট সিডিউল তৈরী করা যাবে। এ ক্ষেত্রে স্বীকৃত বিশেষজ্ঞকে ফি প্রদান করে এরূপ সিডিউল তৈরী করা যাবে।

(গ) ভাড়া বা ইজারার মেয়াদ :

১৩। মার্কেট, দোকান, অফিস প্রকৃত ব্যবহারকারী বা ব্যবসায়ীর নিকট হতে অগ্রিম গ্রহণপূর্বক নির্দিষ্ট মেয়াদে মাসিক ভাড়া বরাদ্দ প্রদান করা হবে। এ সকল ভাড়া বা ইজারার মেয়াদ হবে নিম্নরূপ :-

(ক) দোকান বা মার্কেটের কোন দোকানের মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে একাধিক্রমে একটি একক চুক্তির অধীনে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) বছর;

(খ) ইজারার ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক প্রাথমিকভাবে কমপক্ষে ২৫ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় এমন স্থান ইজারার বা ভাড়ার মেয়াদী চুক্তি হবে ০৩ থেকে ০৫ বছরের জন্য, ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৭ বছর এবং ১ কোটি টাকার উর্ধ্বে মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ১০ বছর। উভয় পক্ষের সন্মতিতে এ মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে ভাড়া বৃদ্ধির হার চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।

১৪। কোন মার্কেট/দোকান বা স্থাপনা/অফিস ইজারার বা দোকান ভাড়া চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার কমপক্ষে ০৩ মাস পূর্বে পুনঃ ইজারা, ভাড়া নবায়নের দলিল সম্পাদন করতে হবে বা নবায়ন সংক্রান্ত আবেদন করতে হবে।

১৫। এরূপভাবে ইজারা, ভাড়ার মেয়াদ উত্তীর্ণের ৬০ দিন পূর্বে টেন্ডার করতে হবে। টেন্ডারে প্রাপ্ত দর বর্তমান ভাড়াটিয়া বা ইজারা চুক্তির ভাড়ার চেয়ে ৫% বেশী না হলে পূর্বের দরদাতাকে ০৫% বেশী ভাড়ার অফার করতে হবে।

(ঘ) অন্যান্য শর্তসমূহ :

১৬। কোন স্থাপনা নিজ ব্যয়ে নির্মাণের সাথে ভাড়া/ইজারা-কে একত্রিত করে কোন টেন্ডার করা যাবে না, একটি চুক্তিকে আরেক চুক্তির সাথে সংযুক্ত বা পরিপূরক করা যাবে না। নির্মাণ ঠিকাদার ও ইজারাদার বা ভাড়াটিয়া এক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে পারবে না। তবে BOOT বা BOT বা BOO এর ক্ষেত্রে The Public Procurement Regulations 2003 এ বর্ণিত শর্ত প্রযোজ্য হবে।

(ঙ) টেন্ডার ইন্ডালুমেনশন সম্পর্কিত :

১৭। নির্মাণ এবং ভাড়া বা ইজারার জন্য আলাদা আলাদা টেন্ডার করতে হবে এবং ইজারা প্রদান বা ভাড়ার জন্য আলাদা চুক্তি করতে হবে।

১৮। ইজারাদার/ ভাড়াটিয়া বা নির্মাণ ঠিকাদারের নিকট হতে কোন শর্তযুক্ত বা গুচ্ছ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৯। প্রতিটি দোকানের জন্য আলাদা আলাদা সিডিউল ব্যবহার করতে হবে।

২০। কোন মার্কেট/দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তরা যদি কেউ দরপত্রে অংশগ্রহণ করেন সে সকল দোকান বা মার্কেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

২১। দোকান বরাদ্দগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ধৃত দর কর্পোরেশনের নির্ধারিত দরের চাইতে কম হলে ঐ আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

২২। বরাদ্দগ্রহণে অগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে দরপত্রের সাথে সিডিউলে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা আর্নেস্টম্যানি হিসেবে যে কোন সিডিউল ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডারের মাধ্যমে (ফেরত যোগ্য) 'চেয়ারম্যান বিআরটিসি'র অনুকূলে জমা করতে হবে। কৃতকার্য দরদাতাকে দরপত্রের সাথে প্রদত্ত আর্নেস্টম্যানির টাকা ক্যাশ করার পর উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নির্দিষ্ট শর্তে সাপেক্ষে সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রদান করা হবে।

২৩। যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানে দোকানের অগ্রিম জামানত/ভাড়া সর্বোচ্চ হবে তার/তাদের আর্নেস্টম্যানির টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকা কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে চেয়ারম্যান বিআরটিসি'র অনুকূলে জমা করতে হবে। জামানত হিসেবে উক্ত অগ্রিম বরাদ্দ মেয়াদ পর্যন্ত কর্পোরেশনে সুদমুক্ত জমা থাকবে।

২৫/৫/০৭
মোঃ জায়েদ ইকবাল
উপ-সচিব
যোগাযোগ বিভাগ
স্বাধীনতা সড়ক

(চ) চুক্তি সম্পাদন ও ভাড়া বৃদ্ধি :

- ২৪। বরাদ্দপ্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।
- ২৫। নির্ধারিত দোকান ভাড়া ২য় পক্ষ নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।
- ২৬। প্রতিটি দোকানের ভাড়া ০৩ (তিন) বছর অন্তর চুক্তিতে নির্ধারিত হারে বৃদ্ধি করা যাবে যা ১ম ও ২য় পক্ষ উভয়েই মানতে বাধ্য থাকবে।

(ছ) চুক্তি/বরাদ্দপত্রে আরোপিত শর্ত :

- ২৭। দোকান ঘর বুকিয়ে দেয়ার ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে ২য় পক্ষকে দোকান চালু করতে হবে, অন্যথায় বরাদ্দ ও প্রদত্ত জমা কৃত সিকিউরিটির টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
- ২৮। প্রতিটি দোকানের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ, পানি ও পয়ঃ সংযোগ ইত্যাদি বরাদ্দগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ, ওয়াসা কর্তৃক অথবা পৌরসভা হতে ১ম পক্ষের ক্রিমারেস পূর্বক মিটার সংগ্রহের মাধ্যমে সংযোগ গ্রহণ করতে হবে।
- ২৯। বরাদ্দগ্রহীতা ২য় পক্ষ যথাসময়ে বিদ্যুৎ বিল ও পানি পয়ঃের এবং পৌরকর সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশমতে পরিশোধ করতে হবে। পরিশোধিত বিলের একটি ফটোকপি কর্পোরেশনের নিকটস্থ বাস ডিপোতে/ কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।
- ৩০। ২য় পক্ষ ১ম পক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে ১২ (বার) মালের ভাড়ার সমপরিমান অর্থ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান বিআরটিসি'র অনুকূলে জমা করে ৩য় পক্ষের নিকট অবশিষ্ট সময়ের জন্য দোকান হস্তান্তরের অনুমতি চাইতে পারবেন। অনুমতি পাওয়ার পর হস্তান্তর করতে হবে।
- ৩১। দোকান ঘরে কোন অবৈধ ব্যবসা বা মালামাল সংরক্ষণ করা যাবে না, এরূপ পাওয়া গেলে অথবা প্রমাণিত হলে বরাদ্দ বাতিল করা হবে।
- ৩২। বরাদ্দগ্রহীতা ১ম পক্ষের অনুমোদন ব্যতীত দোকান ঘরের কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন করতে পারবেন না।
- ৩৩। ২য় পক্ষ কর্তৃক দোকানের কোন স্থায়ী ফিটিংস ক্ষতিসাধন হলে তা বরাদ্দগ্রহীতা নিজ খরচে মেরামত করে নিবেন। তার জন্য কর্পোরেশনের নিকট কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।
- ৩৪। বরাদ্দগ্রহীতাকে দোকান ঘরের ভিতর এবং সম্মুখ সদাসর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। নির্ধারিত ডাষ্টবিন ব্যতীত অন্য কোন স্থানে ময়লা ফেলা যাবে না।
- ৩৫। দোকানের শান্তি শৃংখলা রক্ষার্থে যে কোন শর্ত আরোপ করার ক্ষমতা কর্পোরেশন সংরক্ষন করে।
- ৩৬। দোকান ঘরের নিরাপত্তা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য পৃথক কোন ব্যবস্থা গ্রহীত হলে তার ব্যয় বরাদ্দগ্রহীতাকে বহন করতে হবে।
- ৩৭। ব্যবসার ধরণ পরিবর্তন করার জন্য কর্তৃপক্ষ/বোর্ডের অনুমোদন নিতে হবে। তবে বরাদ্দকৃত স্পেস খণ্ডিত করে ব্যবসার প্রকৃতি পরিবর্তন করা যাবে না।
- ৩৮। চুক্তি সম্পাদনের সময় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করতে পারবে।

(জ) চুক্তি বাতিল / মেয়াদ বৃদ্ধি সম্পর্কিত :

- ৩৯। বরাদ্দপত্র ও চুক্তিপত্রে বর্ণিত যে কোন শর্ত ভংগ করলে এবং ২য় পক্ষ কোন ভুল তথ্য বা ডকুমেন্টস ১ম পক্ষকে সরবরাহ করেছেন বলে প্রমাণিত হলে সাথে সাথে দোকানের বরাদ্দপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে কোন ক্ষতিপূরণ বা অর্থ প্রদান করা হবে না।
- ৪০। চুক্তির মেয়াদান্তে কর্পোরেশনের সাথে ২য় পক্ষের সু-সম্পর্কের ভিত্তিতে উভয় পক্ষের সম্মতি ক্রমে পুনঃ অগ্রিম (জামানত) গ্রহণের ভিত্তিতে চুক্তিপত্র নবায়ন করা যেতে পারে।

২২/৫/১৭
মোঃ আরিফ হুদা
উপ-সচিব
শাখাঃ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- ৪১। ২য় পক্ষ কর্তৃক উল্লেখিত যে কোন একটি শর্ত ভংগ করলে সংশ্লিষ্ট দোকানের বরাদ্দপত্র বাতিল করা যাবে এবং ১ম পক্ষ দোকানের দখল গ্রহণ করতে পারবে।
- ৪২। কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান বরাদ্দ/চুক্তিপত্রে যে কোন নতুন শর্তাবলী আরোপ অথবা শিথিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।
- ৪৩। কর্পোরেশনের সাথে স্থায়ী চুক্তিপত্র সম্পাদন ব্যতীত সাময়িক বরাদ্দপত্র চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে না।
- ৪৪। প্রচলিত অন্যান্য শর্তাবলী বরাদ্দ/চুক্তিপত্রে লিপিবদ্ধ থাকবে।
- ৪৫। আরবিট্রেশনঃ এ চুক্তিতে বা বিআরটিসি অধ্যাদেশ-১৯৬১-তে বর্ণিত হয়নি এমন কোন বিষয়ে পক্ষগণের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে এবং উদ্ভূত বিরোধ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা না গেলে উভয়পক্ষ উদ্ভূত বিরোধ মীমাংসার জন্য আরবিট্রিটর নিয়োগ করতে পারবে। উভয় পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে আরবিট্রিটর নিয়োগ করা হবে।

২২/৮/১৭
 মোঃ আব্দুল হুসেন
 উপ-সচিব
 যোগাযোগ মহলায়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব
 বিআরটিসি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
বিজে-২ অধিশাখা

বিজে-২/ভাড়া-ইজারানীতিমালা-১৪/২০০৭-৪৪

তারিখঃ ৩১/৩/২০০৮ ইং

বিষয়ঃ যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বিজে-২ অধিশাখা হতে ভেটিংকৃত গত ১২/৮/০৭ ইং তারিখে প্রণীত ইজারা নীতিমালায় বাস বাড়িতে বিজ্ঞাপনের জন্য স্পেস বরাদ্দের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তিকরণ সংক্রান্ত।

সূত্রঃ বিআরটিসির স্মারক নং-পিআর-বিজ্ঞাপন/ইজারা-নীতিমালা-২০০৭/০৮/১৭ তারিখঃ ০৫/০৩/২০০৮ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের বরাতে জানানো যাচ্ছে যে, বিআরটিসির প্রণীত এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত “কর্পোরেশনের দোকান, অফিস স্পেস বা উন্মুক্ত স্থান ভাড়া প্রদান, স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদে বরাদ্দ প্রদান নীতিমালা-২০০৭” এ প্রয়োজনীয় কিছু শব্দ আওতাভুক্ত করার জন্য বিআরটিসির অনুরোধের প্রেক্ষিতে বিআরটিসির প্রস্তাবকৃত শব্দসমূহ আওতাভুক্ত (বিআরটিসির পত্রে সংযুক্ত নীতিমালা-২০০৭ সংলগ্নী-খ) করার বিষয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (আইন) এর মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে, নীতিমালা-২০০৭ সংলগ্নী-খ-তে নিম্নে বর্ণিত শব্দসমূহ অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য নির্দেশক্রমে সন্মতি প্রদান করা হলো।

(১) নীতিমালার ভূমিকায় উল্লেখিত ক্রমিক ‘ক’ এর প্রথম লাইনের ৯ম শব্দ “স্থান” এর পর “বিজ্ঞাপনের জন্য বাস বাড়ির নির্ধারিত অংশ” শব্দগুলি যোগ/অন্তর্ভুক্তিকরণ।

(২) এছাড়া নীতিমালায় উল্লেখিত সংজ্ঞার ক্রমিক-৯ এর প্রথম লাইনে উল্লেখিত ৯ম শব্দ স্পেসের পর “বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য বাস ডিপোর নির্ধারিত অংশ” যোগ/অন্তর্ভুক্তিকরণ।

সংযুক্তি- ২ (দুই) পৃষ্ঠা।



(মোঃ আবু ইউসুফ)

উপ-সচিব (বিজে-২)

ফোনঃ ৭১৭১৮৯৬, ৭১৭২৩৪২

চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
পরিবহন ভবন
২১, রাজউক এভিনিউ
ঢাকা-১০০০।